যোগ-সাধন

সম্বন্ধে

কতিপয় প্রশ্নোত্তর।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক

পণ্ডিত-বিজয়কৃষ্ণ-গোস্বামী

মহাশয়-প্রণীত।

মাণিক-দহের জমিদার

শ্রীযুত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের

সাহায্যে প্রকাশিত।

ঢাকা-স্যমন্তক-যন্ত্রে

শ্রীগোপীনাথ বসাক প্রিণ্টার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১৮৮৬। ১৫ই জুন।

মূল্য /১০ দেড় আনা।

অশুদ্ধি-শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৫	বিন্যাশ	বিন্যাস।
৬	১৩	পাপাশক্তি	পাপাসক্তি।
৭	১০	প্রণায়াম	প্রাণায়াম।
৮	৫	বহিরের	বাহিরের।
৯	২৪	শঙ্কোচ	সঙ্কোচ।
১০	৭	সব্বশক্তিমান্	সর্ব্বশক্তিমান্।
১২	২	অধ্যাত্মিক	আধ্যাত্মিক।
১৪	১৫	রশ্মি	রশ্মি।
১৫	৫	নিরূপায়	নিরুপায়
১৫	১১	ঋষী	ঋষি
১৬	১৪	আত্মাদর্শন	আত্মদর্শন।
"	১৮	"	"
"	২১	তত্ত্ব	তত্ত্ব।
১৭	৬	নানক পন্থী	নানকপন্থী।
১৮	১০	উহা	উহা।
"	১৩	উচ্ছিষ্ট	উচ্ছিষ্ট।
১৯	৯	অপরিত্রতা	অপবিত্রতা।
"	১২	কিঞ্চিমাত্র	কিঞ্চিন্মাত্র।
"	২৩	পিপাষু	পিপাসু।
২০	২০	তলিপখিত	তল্লিখিত।
২১	৪	তৃণ কনা	তৃণকণা।
"	১২	ভূমিষ্ঠ	ভূমিষ্ঠ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	২২	সর্ব্বতো ভাবে	সর্ব্বতোভাবে।
২২	৩	কলাাণ কর	কল্যাণকর।
২৩	২২	এই জাতীয়	এইজাতীয়।
২৪	১১	সাণারণ	সাধারণ।
„	২৩	কাল	কালী।
„	২৪	পর ব্রাহ্মকেই	পরব্রহ্মকেই।
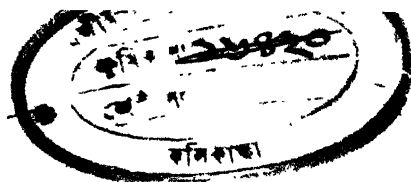
যোগসাধন।
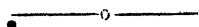
১ম প্রঃ। যোগ কাহাকে কহে ?

উঃ। আমাদের দেশে যোগ সম্বন্ধে নানা ভ্রম চলিয়া আসিয়াছে। তাহার কারণ যোগ এই কথাটি বহুতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমি সে সকল অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করিনা। যোগ বলিলে আমি জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ অর্থাৎ মিলন বুঝি। এই মিলন একীভূত হইয়া যাওয়া নহে, ইহাতে মানবের আত্মা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া নিরস্তিত্ব হয়না। ইংরাজিতে যাহাকে annihilation অর্থাৎ লয় বলে তাহার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা সম্পূর্ণ দ্বিতীয় বস্তু থাকে ও সম্ভবতঃ চির কালই থাকিবে। তবে জীবাত্মার জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধ প্রকৃতি পরমাত্মার পূর্ণ ও অনন্ত প্রকৃতির ঐ তিন অঙ্গের সহিত একজাতীয়তা বা সম-ধর্ম্মিতা লাভ করিবে। আমার পরিমিত জ্ঞান তাঁহার পূর্ণ ও অনন্ত জ্ঞানে সংযুক্ত হইবে, আমার হৃদয়ের ভাব তাঁহার অনন্ত প্রেমের অনুবর্ত্তী হইবে, এবং আমার স্বাধীন ইচ্ছা তাঁহার পূর্ণ পবিত্র ইচ্ছার অনুসরন করিবে। শ্রীমদ্ভা

গবদ্গীতা প্রমুখ যোগ শাস্ত্র সমূহে এই ত্রিবিধ যোগেরই বিষয় লিখিত আছে।

২য় প্রঃ। যোগের লক্ষ্য কি ?

উঃ। পরমেশ্বরকে লাভ করা। অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন করা, এবং তদ্রূপ জ্ঞানকর্ণে তাঁহার বাণী শ্রবণ করা, জ্ঞান রসনায় তাঁহাকে আস্বাদন করা, জ্ঞান নাসিকায় তাঁহার ঘ্রাণ লওয়া, জ্ঞানত্বক্ দ্বারা তাঁহাকে সুস্পষ্ট স্পর্শ করা—এইরূপে আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সম্ভোগ করাই ঈশ্বরলাভ। ইহাই মানবাত্মার অনন্ত কালের উপভোগের বিষয়। এবং ইহাতেই তাঁহার অনন্ত উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর সহবাস ব্যতীত মানবের প্রকৃত ধর্ম্মোন্নতি অসম্ভব। এই রূপ ব্রহ্ম সম্ভোগেই প্রকৃত প্রত্যক্ষ বিশ্বাস হইয়া থাকে; নতুবা বিশ্বাস কেবল পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। উক্ত সম্ভোগ যতই ঘনীভূত হয় বিশ্বাস ততই উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে, এবং মানব ধর্ম্মরাজ্যে ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সুতরাং দেখা গেল যে যোগ ব্যতীত প্রকৃত ও স্থায়ী ধর্ম্মলাভ অসম্ভব।

৩য় প্রঃ। এই যোগ সাধনের উপায় কি ?

উঃ। পরব্রহ্মকে লাভ করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী বা উপায় নাই; তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। সরল ভাবে অজস্র প্রার্থনাই প্রকৃত সাধন।

৪র্থ প্রঃ। যদি তাঁহাকে পাইবার সাধ্য আমাদের নাই তবে সাধনের আবশ্যকতা কি ?

উঃ। আমি এরূপ মনে করিনা যে কেহ আপন সাধন বলে সেই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত পুরুষকে লাভ করিতে পারে। কিন্তু মানবের প্রকৃতিই মানবের ধর্ম্ম। এজন্য যখন তিনি প্রাণে এই মহা অভাব অনুভব করেন তখন ব্যাকুল ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা দ্বারা ধর্ম্ম লাভের প্রতিকূল অবস্থাগুলি তাঁহার প্রাণ হইতে অন্তরিত হইলে শুভ মূহুর্ত্তে করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার আশা চরিতার্থ করেন। সুতরাং দেখা গেল যে সাধন কেবল ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা মাত্র; যেন তাঁহার আবির্ভাব হইলে চিনিয়া লইতে পারি; নতুবা কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞানালোচনা বা প্রার্থনা কিছুরই দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়না। কারণ তিনি স্বপ্রকাশ, স্বয়ং প্রকাশ না হইলে কোন উপায়ে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা।

৫ম প্রঃ। প্রকৃত প্রার্থনা কাহাকে বলে ?

উঃ। প্রার্থনা বচন বিন্যাশ নহে, মনের ভাবও নহে, কোনরূপ প্রক্রিয়া নহে। প্রার্থনা আত্মার একটি স্বভাব। যদি মানুষ নিজের আত্মার একটি বা অনেক প্রবল অভাব অনুভব করে, পরে সেই অভাব মোচনের জন্য তাহার প্রাণে নিতান্ত ব্যাকুলতা জন্মে, তখন পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও সে যদি দেখে ঐ অভাব দূর করিবার তাহার নিজের তিল মাত্র ক্ষমতা নাই, অপর কোন সর্ব্বশক্তিমান ও করুণাময় পুরুষের সেই শক্তি আছে, তখন তাহার আত্মার যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাটির নাম প্রার্থনার অবস্থা। সে তখন কথা বলুক অথবা রোদন করুক, অস্থির হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হউক বা

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করুক, অথবা সম্পূর্ণ ধীর ভাবে প্রাণের মধ্যে তাঁহাকে স্মরণ করুক, সে প্রার্থনা করিতেছে।

৬ষ্ঠ প্রঃ। উল্লিখিত ধর্ম্ম লাভের প্রতিকূল অবস্থাগুলি কি কি ?

উঃ। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সর্ব্বপ্রকার পাপ ধর্ম্ম লাভের বিরোধী। তৎপরে অহঙ্কার ও সংসারে আশক্তি। এই সমস্ত চলিয়া না গেলে প্রকৃত ব্যাকুলতা আসে না। যোগ শাস্ত্রে এই অংশের বহুল ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাহা বলা হইল এস্থলে তাহাই যথেষ্ট।

৭ম প্রঃ। যাহা বলিলেন তাহা ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরই মত, তবে আপনি যোগ প্রণালী নামক স্বতন্ত্র সাধন অবলম্বন করিলেন কেন ?

উঃ। আমি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অতিরিক্ত এক চুলও যাই নাই। যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। মানবাত্মা ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেনা। এমন সম্প্রদায় নাই, এমন লোকই নাই যাহার মধ্যে অল্প বা অধিক পরিমাণে সত্যধর্ম্ম নাই। যদি কোন নাস্তিক সরল ভাবে অনুসন্ধান করিয়াও ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে না পারেন, অথচ যদি তাঁহার জীবনে নানা সদ্গুণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্তই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলিয়া আমি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে পারি। সুতরাং যে কেহ যে পরিমাণে সত্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকে সে সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এক বস্তু নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শে জীবন গঠন করণোদ্দেশে যে সকল লোক একত্র হইয়াছেন তাঁহাদের সম্মিলিত নাম ব্রাহ্ম সমাজ। নতুবা ইতি মধ্যেই তিনটি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত হই-

য়াছে বলিতে হইত ! এই তিন সমাজের মধ্যেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বর্ত্তমান, তবে ব্যক্তিগত রুচি ভিন্ন ২ হওয়ায় ব্রাহ্ম সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

আমার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সকল জাতির মধ্যে এবং সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে; এজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার যোগ। আর আমি যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র সাধন অবলম্বন করিয়াছি এ কথা সত্য নহে। আমার সাধন সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সঙ্গত।

৮ম প্রঃ। আপনি কোথায় কিরূপে যোগ শিক্ষা করিয়াছেন? এবং সাধারণ উপাসনা প্রণালীর অতিরিক্ত সাধন গ্রহণ করিলেন কেন?

উঃ। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম আসি। তথায় করুণাময়ের কৃপায় অনেক সত্য ও প্রভূত উপকার লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার অল্প শক্তিতে যে পরিমাণে সম্ভব তিনি আমাকে পরিশ্রম করাইয়া ও লইলেন। তাঁহার ও তাঁহার সন্তান গণের সেবায় জীবন ধন্য হইল। ক্রমে অনেক বিপদ আপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তর সত্য লাভে সমর্থ হইলাম। উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণাদি করিতে শিখিলাম ;—এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিলনা; কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনার

সময়ে অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, আশা ও শান্তি উপভোগ করিতাম সত্য, কিন্তু কেন জানিনা, এই অবস্থা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত না। অনেক সময়ই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাটাইতে হইত, এবং তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইত।

শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্ব্বে আমি যখন বাগ আঁচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয় এবং তাহাতে দেখি যে জীবনের প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা অতি হীন।—সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থাৎ তখনও পাপাশক্তির মূল জীবিত ছিল, অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এত কাল ধর্ম্মচিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি এবং নানা দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া, হায়! আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়! তবে ধর্ম্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে ব্রহ্মলাভ ও দিন যামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায়ই নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ঔষধি নাই। তখন নানা স্থানে ঐ ঔষধির অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক-

জন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধুর সহবাসে প্রণায়াম শিক্ষা করিলাম ও তাঁহাদের নিকট বিস্তর ধর্ম্মকথা ও অনেক উপকার পাইলাম, কিন্তু তাহাও আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিলনা। আমার অন্তরের বস্তু সেখানেও পাইলামনা। তখন নানা স্থানে ভ্রমণ করিলাম। অঘোর পন্থীদের কাছে গেলাম, তাঁহারা সাধক বটেন, কিন্তু তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইলনা। কাপালিক দিগের ব্যবহার আরও ভয়াবহ দেখিলাম। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকীর এবং বৌদ্ধ যোগী সকলের নিকটই গেলাম—কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইলনা। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় গয়াতীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্ব্বতে একজন নানক পন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্ব্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য, আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারিনা। কিন্তু এটুকু না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় আমার যে অভাব মোচন হইয়াছে এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি, কি যে সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

৯ম প্রঃ। আপনার সাধন প্রণালী কি?

উঃ। ইহাতে বাহিরের কোন অবলম্বন নাই। ইহা কোন রূপ প্রক্রিয়াও নহে। কেবল অবিশ্রান্ত এক অব্যক্ত-শক্তিশালী জীবন্ত প্রার্থনা। অনেকে ইহাকে অজপা সাধনবলিয়া থাকেন। কারণ ইহাতে অবিশ্রাম সাধন করিতে হয়।

১০ম প্রঃ। প্রাণায়াম সাধন কিনা?

উঃ। প্রাণায়ামকে সাধন বলে না। ইহাকে ভূতশুদ্ধি বলিয়া থাকে, কারণ ইহাদ্বারা শরীর শুদ্ধ হয় এবং তাহার সহিত মন ও কিঞ্চিৎ একাগ্রতা লাভ করিয়া থাকে। ইহা বাহিরের অবলম্বন মাত্র। যেমন খোল, করতাল, সঙ্গীত, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি বহিরের অবলম্বন দ্বারা সাধনের কিঞ্চিৎ সাহায্য হয় প্রাণায়ামেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যে সকল স্থলে সাধকের শরীর সুস্থ ও নিষ্পাপ আছে সেখানে প্রাণায়ামের প্রয়োজন নাই।

১১শ প্রঃ। একটি বিশেষ নাম সাধনে উপকার কি ?

উঃ। নাম সাধন স্বতন্ত্র কথা, তাহাতে ভগবানের একটিমাত্র নাম জপে তাদৃশ উপকার হয় না। যখন যে ভাব প্রবল হয় ও মিষ্ট বোধ হয় তখন সেই নামই জপ করিলে উপকার হয়। পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, হরি, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, আল্লা বা God যে কোন নামে সেই পূর্ণ পরাৎপর অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ডাক, ক্ষতি নাই। তাঁহার জড়ীয় রূপ কল্পনাই দোষ। আমাদের সাধন নামসাধন নহে। নাম বাহিরের জিনিষ, আমাদের সাধন প্রাণের বস্তু; ইহাকে এক কথায় জীবন্ত প্রার্থনা বা ব্রহ্ম সাধন বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত যে নামের যোগ তাহাও প্রাণায়ামের ন্যায় বাহিরের অবলম্বন মাত্র। কিন্তু কোন একটি নির্দ্দিষ্ট নাম যে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও নহে।

১২শ প্রঃ। ভিন্ন২ ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ২ নাম থাকিলেও একজনের একটি মাত্র নাম লওয়ার ফল কি ?

উঃ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমাদের সাধন নাম সাধন নহে। ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সাধন। মূল বস্তু যে কি তাহা, অর্থাৎ সাধ-

নের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ; উহা বাহিরের ভাষায় বা অন্য কোনও উপায়ে ব্যক্ত করা যায়না। যদি ব্রহ্ম কৃপায় উপযুক্ত সময়ে কাহারও ভাগ্যে সেই অবস্থা প্রস্ফুটিত হয় তবে তিনিই বুঝিতে পারেন এই সাধন কি। নতুবা কেবল প্রাণায়াম বা নাম সাধনই সার। তবে ঐ নামটির উপকারিতা এইটুকু যে উহাতে একটু বিশেষ ভাবযোগ (association of ideas) থাকায় উহা স্মরণ করিতে করিতে পূর্ব্বের লব্ধ অবস্থা আবার প্রাণে সমুদিত হয়।

১৩শ প্রঃ। আপনারা গোপনে সাধন করেন কেন ? যাহা কিছু ধর্ম্ম ও মানবাত্মার কল্যাণকর তাহা সর্ব্ব সমক্ষে করিয়া সকলকে শিক্ষা দেওয়াই কি প্রার্থনীয় নয় ?

উঃ। এই সাধনের প্রকৃতি যেরূপ বর্ণিত হইল তাহা একটু প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অন্যান্য সত্য প্রচারের ন্যায় প্রচার অসম্ভব। আর ব্রাহ্ম সমাজ যে সকল কথা নিয়ত প্রচার করেন তাহা না করিলে লোকের হানি হয়, কিন্তু প্রার্থনার অবস্থা কি প্রচার করা যায় ? এজন্য বাস্তবিকই প্রতিনিয়ত সজনে নির্জ্জনে সর্ব্বত্রই আমাদের সাধন চলিতে থাকে, অথচ কেহই তাহা জানিতে পারেনা বুঝিতে ও পারেনা। তবে যখন সকলে একত্রে প্রাণায়ামাদি বাহিরের সাধন করি তখন যদি প্রকাশ্যে বসি, তাহা হইলে প্রথমতঃ একটি মহৎ অপকার এই হয় যে ভিতরের কথা কিছুই না বুঝিয়া দর্শকগণ প্রাণায়ামের বিরুদ্ধে উপহাসাদি করিতে পারেন। এই আশঙ্কায় আমাদের অত্যন্ত শঙ্কোচ হয় ও সাধনের ব্যাঘাত জন্মে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের আত্মার ইহাদ্বারা মহা অনিষ্ট হইতে পারে। কেননা তাঁহারা সাধনের প্রকৃত তত্ব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কেবল একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস লাভ করিবেন মাত্র। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের প্রিয়তম সত্যের অবমাননা।

১৪শ প্রঃ। মনুষ্যের সাহায্য ভিন্ন এই সাধন সম্ভব কি না?

উঃ। অসম্ভব নহে। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যখন আমাদের সাধনের লক্ষ্য এবং কেন্দ্র, সিদ্ধি এবং উপায়, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে মানবের যোগ শক্তি স্বয়ং বিকশিত করিয়া দিতে পারেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এরূপ অনুকূল অবস্থা অতি বিরল। এজন্য স্বয়ংসিদ্ধ লোক জগতে অধিক দেখা যায় না, যোগ শক্তি প্রত্যেক মনুষ্যেরই মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ঐ শক্তি জাগ্রত না হইলে জাগ্রত প্রার্থনা জন্মিতে পারে না। এবং ঐ নিদ্রিত বা অস্ফুট (latent বা potential) শক্তির জাগরণ বা বিকাশ করিতে হইলে অপর কোন জাগ্রত বা বিকাশপ্রাপ্ত শক্তির অর্থাৎ ঐ রূপ শক্তিশালী মানবাত্মার সাহায্য আবশ্যক। আদি গুরু পরমেশ্বর আমাদিগকে জল, অগ্নি, বায়ু, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, প্রভৃতির মধ্য দিয়া নানা উপায়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। তদ্রূপ মানুষের মধ্য দিয়া ও শিক্ষা দেন। এইরূপে বিশ্ব সংসারের যাবতীয় পদার্থ এবং মনুষ্য সকলেরই সাহায্য আবশ্যক; কিন্তু জাগ্রত শক্তিশালী মহাত্মাদিগের বিশেষ সাহায্য সাধারণতঃ নিতান্ত আবশ্যক। ইহাকেই দীক্ষা বলে। আধ্যাত্মিক অবস্থা নিচয় বিশেষ অনুকূল থাকিলে ভগবৎ কৃপায় বিনা দীক্ষায়ও কো-

থাও কোথাও শক্তি লাভ দেখা যায়। মহাত্মা শাক্য-সিংহ যখন প্রথমে ব্রাহ্মণ গুরুদিগের নিকট সাধন প্রণালী শিক্ষা লাভ করেন, তৎপরে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করাতেও তাঁহার শক্তি- স্ফূর্ত্তি হয় নাই। অবশেষে তীব্র ব্যাকুলতা হওয়ায় বোধিদ্রুম তলে যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত বসিলেন সেই সময়ে ঈশ্বর কৃপায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহারই দ্বারা বুদ্ধের যোগ শক্তি খুলিয়া গেল, এবং তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। এই-রূপ ভয়ানক ব্যাকুল হইয়াছিলেন বলিয়া ~~মহম্মদ~~ ও স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ম-হাত্মা যিশুকে ব্যাপ্‌টিষ্ট জনের (John the Baptist) নিকট এবং মহাত্মা চৈতন্যকেও গয়াধামে ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষিত হইতে হইয়াছিল।

১৫শ প্রঃ। সাধনের ভিতরের তত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা যদি অসম্ভব হয় তবে আপনি আর একজনকে কিরূপে সেই সাধন দিয়া থাকেন ?

উঃ। কথায় সাধনের বাহিরের প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ভিতরকার তত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জাগ্রত প্রার্থনা উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু যেমন শরীরে শরীরে, মনে মনে, স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও সহানুভূতি আছে তদ্রূপ আত্মায় আত্মায়ও সহানুভূতি (sympathy) লক্ষিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই পাওয়া গিয়া থাকে। আচার্য্য যখন বেদী হইতে উপাসনা করেন তখন যদি কোন দিন তাঁহার সত্যভাবে উপাসনা হয়, সেই দিন উপাসক দিগের প্রাণ স্পর্শ করে, নতুবা অন্য দিন নীরস

ও প্রাণ বিহীন কথা মাত্র শুনিয়া তাঁহারা উঠিয়া যান। ইহার কারণ কি ?——ঐ অধ্যাত্মিক সহানুভূতিই ইহার মূল। যেরূপ আচার্য্যের সত্য প্রার্থনা উপাসক দিগের প্রাণ স্পর্শ করে ও তাঁহাদের প্রাণেও জাগ্রত প্রার্থনার উদয় করিয়া দেয়, সেইরূপ অপর দিকে উপাসক দিগের মধ্যে যদি কাহারও প্রাণে বাস্তবিক সত্য প্রার্থনা জাগ্রত হয় তাহা হইলেও ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। হয়ত আচার্য্য নীরস ভাবে শুষ্ক কতকগুলি কথা মাত্র উচ্চারণ করিতে ছিলেন, কাহারও প্রাণ ভিজিতে ছিল না, হঠাৎ ঐ সৌভাগ্যবান্ উপাসকের জীবন্ত প্রার্থনার ভাব আধ্যাত্মিক সহানুভূতি বশতঃ আচার্য্যের এবং অনেক উপাসকের প্রাণে সংক্রামিত হইয়া তাঁহাদিগকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তোলে। এই নিয়মানুসারেই প্রতি বৎসর উৎসবাদিতে এইরূপ ঘটনা অনেক দেখা যায়।

এখন বুঝা যাইবে যে, কেহ প্রকৃত ব্যাকুলতার সহিত ঐ প্রার্থনার অবস্থা আপনার প্রাণে অবতীর্ণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলে কোন জাগ্রত শক্তিশালী পুরুষ নিজের ইচ্ছা শক্তিতে ও ভগবানের কৃপা সম্ভূত নিয়মানুসারে নিজের আভ্যন্তরীণ প্রার্থনার অবস্থা তাঁহার প্রাণে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন। বস্তুতও তাই হয় ; যিনি নিতান্ত ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থী হন আমি সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার সম্মুখে প্রার্থনা করি। এবং এই সময়ে আমার পূজনীয় গুরু শ্রীযুক্ত পরমহংস বাবাজী সাহায্য করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি হইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে সেইরূপ

প্রার্থনা জাগ্রত হয় এবং তাঁহার অন্তর্নিহিতযোগশক্তি প্রস্ফুটিত হয়। তাহা তিনি ভিন্ন বাহিরের অন্য কেহই বুঝিতে পারে না। এই অবস্থাকে যোগীরা "সঞ্চারের" অবস্থা কহেন। তাহার পর হইতে যিনি যে পরিমাণে ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠার সহিত এই সাধন করিতে থাকেন তিনি ততই গভীর হইতে গভীরতরতত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হন। ক্রমশঃই নূতন নূতন রাজ্য সকল তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর হইতে থাকে। সে সকল অবস্থা কাহারও নিকট প্রকাশ-করিবার উপায় নাই। অবশেষে সকল আশা চরিতার্থ হয়, আকাঙ্খা পূর্ণ হয়, অনন্ত উৎস খুলিয়া যায় এবং ব্রহ্মকৃপায় সাধনের উচ্চ অবস্থায় যোগ আরম্ভ হয় ও অনন্তকাল চলিতে থাকে।

১৬শ প্রঃ। সাধন গ্রহণের উপযুক্ততা কি ?

উঃ। ইহাতে পাণ্ডিত্য বিদ্যা বুদ্ধি চাই না; ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, স্ত্রী পুরুষ, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক বা [illegible] যে কেহ বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত না হইয়া যোগ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হন, এবং যতদিন প্রকৃত অবস্থা লাভ না করেন তত দিনের জন্য সাধনসম্বন্ধীয় নিয়মগুলি তাঁহার বিবেক বিরুদ্ধ না হইলে প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হন, তিনিই এই সাধন গ্রহণ করিতে পারেন।

১৭শ প্রঃ। সত্যজ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না; তবে কুসংস্কার পৌত্তলিকতা প্রভৃতি থাকিতে কিরূপে যোগ লাভ সম্ভব ?

উঃ। তাহা ত কথনই সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, ধর্ম্ম

পরে নয়, আগে। অর্থাৎ কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া তবে ধর্ম্ম হইবে ইহা নহে বরং প্রাণে প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম অবতীর্ণ হইলে পর ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। সত্য জ্ঞান উ-দিত হইলে তবে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি ভ্রম দূর হইবে : এমন কি, আমি মনে করি যে,পাপ ও দুর্ব্বলতা প্র-ভৃতিও কেহ কখন নিজের চেষ্টায় দূর করিয়া ধার্ম্মিক হইতে পারে না। যখন প্রার্থনা করিতে ২ জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার অনন্ত আধার পরমেশ্বর নিজগুণে কৃপা করিয়া আত্ম স্বরূপ সাধকের আত্মার সম্মুখে প্রকাশ করেন, তখনি তাহার স-মস্ত অজ্ঞানতা শুষ্কতা ও মলিনতা দূর হয়। এ সমস্তের অ-র্থাৎ পাপ প্রভৃতির কোন বাস্তবিক (positive) অস্তিত্ব নাই। ইহারা (negative words) অভাবাত্মক কথা-মাত্র। যেমন আলোক আনিবার পূর্ব্বে সহস্র চেষ্টা করিয়াও গৃহের অন্ধকার দুর করা যায় না, তবে যে পরি-মাণে আলোকরশ্মি গৃহে প্রবেশ লাভ করে, সেই পরিমা-ণেই গৃহ আলোকিত হইতে থাকে, তদ্রূপ যে পরিমাণে প্র-কৃত তত্ত্ব মানবের প্রাণে সমুদিত হয় সেইপরিমাণেই তাহার অবস্থা উন্নত হইতে থাকে। কোন ধর্ম্ম সাধন অবলম্বন ক-রিবামাত্রই কেহ উদ্ধার হয় না। সাধনের পরিণত অব-স্থার নামই মুক্তি। যে সকল লোক সাধন হীন হইয়া কেবল ভ্রম ও পাপের মধ্যে নিমগ্ন ছিল তাহাদিগকে এই পথের যাত্রী করিয়া ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত করা কি মঙ্গল নয়? সাধনের লক্ষ্য যদি স্থির থাকে এবং নিষ্ঠা যদি অটল হয়, তবে ইহার পথে কোন প্রকার ভ্রম বা অন্য কিছুই তিষ্ঠিতে

পারিবে না ইহা নিশ্চয়। সাধক ও ভগবানের মধ্যে একটি কুটারও স্থান এখানে নাই। তবে যাঁহারা ইহার লক্ষ্য স্বরূপ পর ব্রহ্মকে বিস্মৃত হইয়া অন্ত কিছু অবলম্বন করিবেন ধর্ম্ম বন্ধুরা সাধ্যমত তাঁহাদিগকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিবেন, না পারিলে নিরূপায়। সেই সকল লোক কিন্তু সেই দিন অবধি সাধন ভ্রষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কেহ যেন বিস্মৃত না হন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য একমাত্র ব্রহ্ম লাভ, এবং ব্রহ্ম সাধন পাপী তাপী ও ভ্রান্ত জন গণের সুচিকিৎসার হাঁস পাতাল। "ব্যাধিতস্যৌষধংপথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ"।

১৮শ প্রঃ। প্রাচীন কালের ঋষীরাত দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, তবে নানা রূপ ভ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিতেন কি রূপে?

উঃ। মনুষ্য অপূর্ণ। এখনও অপূর্ণ, সেই প্রাচীন কালেও অপূর্ণ ছিল। বিগত বহুশতাব্দির উপার্জ্জিত জ্ঞান সমষ্টি বিয়োগ করিলে আমাদের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিত প্রাচীন মহর্ষি দিগের "করতলন্যস্ত আমলক বৎ" ব্রহ্ম দর্শনের ও যোগ সিদ্ধাবস্থার কি তুলনা হয়? মানব ক্রমোন্নতিশীল, তখন ছিল, এখনও আছে, চিরকালই থাকিবে। সুতরাং আজি যাহা সত্যজ্ঞান হইতেছে কালি হয়ত তাহা কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই টুকু ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বহুশতাব্দি পূর্ব্বের ঋষিদিগের মধ্যে যে সকল মত আমরা এখন দূষিত বলিয়া বুঝিতেছি তাহা সেকালে শুদ্ধ ও সত্য মত

বলিয়া স্থিরীকৃত ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রাজা রাম মোহন রায় উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই, এই বলিয়া উপবীত ত্যাগ অবৈধ বলা যেমন অসঙ্গত, তাঁহাকে অজ্ঞ, ভ্রান্ত ও কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মনে করা তদপেক্ষা সহস্রগুণে ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ের সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্ম কৃপা-লাভ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল ভ্রম ও কুসংস্কার থাকা অসম্ভব। তবে তাঁহারা বর্ত্তমান অপূর্ণ জ্ঞানে যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, সহস্র বৎসর পরে যোগীরা যোগ নেত্রে হয়ত তাহার অনেক কথাকে ভ্রান্ত দেখিবেন এবং নূতন বিষয় সকল তখন তাঁহাদের চক্ষেসত্য প্রতীয়মান হইবে। এইরূপে অনন্তকাল মানবাত্মার উন্নতি হইতে থা-কিবে।

১৯শ প্রঃ। কেহ ব্যাকুল ভাবে প্রার্থী কিনা কি রূপে স্থির হয়? মহাত্মাদের নাকি অন্যের আত্মাদর্শনের শক্তি আছে?

উঃ। মানুষ অপূর্ণ সুতরাং তাহার শক্তিও অপূর্ণ। যতই ঈশ্বরের দিকে আমরা অগ্রসর হইব ততই আমাদের আভ্যন্তরীণ স-মস্ত শক্তি বিকশিত হইয়া ক্রমে পূর্ণতার দিকে ধাবমান হ-ইবে। প্রত্যেক লোকেরই অপরের দেহের ন্যায় আত্মাদ-র্শনের শক্তি আছে। কিন্তু যাহার জ্ঞানের জড়তা যত অধিক তাহার এই শক্তি তত অল্প এবং যাঁহার যে পরিমাণে অন্ত-র্দৃষ্টি খুলিয়াছে তিনি সেই পরিমাণে বিশ্ব সংসারের যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এইরূপে মহাত্মারা সাধারণ লোক অপেক্ষা উজ্জ্বল ভাবে সকল তত্ত্ব অবগত হন ও মানুষের আত্মার অবস্থা এমন কি বহুদূর হইতেও প্রত্যক্ষ

করেন। কিন্তু তাঁহারা যে, সমস্ত বিষয়ে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না।

২০শ প্রঃ। সাধন সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি কি?

উঃ। সাধনের নিয়ম দুই জাতীয়—বিশেষ ও সাধারণ। বিশেষ নিয়ম এই যে (১) ইহাতে কোন সম্প্রদায় নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, নানক পন্থী ইত্যাদি পৃথিবীতে যত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছেন তাহাদের সকলেরই মধ্যে সত্য ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। সেই সত্য সর্ব্বত্র হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ও যেখানে কিছু পাইবে তাহারই নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। জগতের সমস্ত সাধু মহাত্মাদিগকেই সত্যের প্রচারক জ্ঞানে সরল ও অবিমিশ্রশ্রদ্ধা করা চাই। কিন্তু যিনি যাহা নিজের প্রাণে সত্য বুঝিবেন কোন দলের বা লোকের অনুরোধে বা ভয়ে তাহা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না, অথবা এই সাধন অবলম্বীরা কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িতে পারিবেন না (২) ইহাতে মানুষ বা অন্য কিছুই অবলম্বন নহে। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার একমাত্র গুরু, এবং সমস্ত পদার্থ ও মনুষ্য সাধারণ ভাবে গুরু বা উপদেষ্টা। যেমন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত, কিন্তু কোন কারণে ঐ শক্তি অবরুদ্ধ হইলে মনুষ্যের সাহায্য আবশ্যক হয়, এখানেও সেই রূপ। ব্রহ্মই ইহার একমাত্র অদ্বিতীয় লক্ষ্য ও গম্যস্থল এবং সত্যই ইহার একমাত্র পথ। (৩) দেহ ও মন সর্ব্বতোভাবে পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ বিবিধ উপায়ে শারীরিক সুস্থতা রক্ষা না করিলে সাধন হয় না এবং কোনও প্রকার পাপ-

কার্য্য বা কুচিন্তা এমন কি মন্দ কল্পনা পর্য্যন্ত মনে উদয় হ-ইলে সাধনের বিশেষ ক্ষতি হয়। (৪) দিবানিশি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করা আবশ্যক। জীবনের যে সকল কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত মত সময় নির্দ্ধারণ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত সময় সাধনে ব্যাপৃত রাখা আবশ্যক। এইগুলি সক-লের অবশ্য প্রতি পালনীয় বিশেষ নিয়ম। তদ্ভিন্ন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছেঃ— (১) মাংস ভক্ষণ নিষেধ। তবে শরীর রুগ্ন হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা মতে নিতান্ত আব-শ্যক যদি হয় তবে খাইতে পারেন। মাংসের উগ্রকারিতা শক্তি বশতঃ উহা চিত্ত সংযমনের বিরোধী; এজন্য যোগ সাধকেরা চিরকাল মাংস ভোজন নিষেধ করেন। কিন্তু মৎ-স্যের সে দোষ নাই বলিয়া উহা নিষিদ্ধ নহে। যাঁহারা জীব হিংসা অবৈধ মনে করেন তাহারা দুই ত্যাগ করিতে পা-রেন। (২) অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ। কেননা ইহা-দ্বারা নানাবিধ রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। তবে পিতা মাতা গুরুজনেরা কিম্বা কোন বন্ধু আদর করিয়া কিছু দিলে তাহা এবং ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের ভুক্তাবশেষ ভোজনে শ্রদ্ধা হইলে তাহা গ্রহণে অনিষ্ট নাই বরং উপকার হয়। এরূপ স্থলে প্রেমের প্রবল স্বাভাবিকীশক্তিতে রোগাদি নিবারণ করিয়া থাকে সাধারণতঃ কোথায় খাওয়া উচিত কোথায় নয় ইহা স্থির করা কঠিন বলিয়া উক্ত নিয়ম অবধারিত হইয়াছে। আর যখন ইহাতে বিবেকের কোন হানি নাই তখন ঋগ্বেদের সময় হইতে যে সাধন চলিয়া আসিতেছে তাহার বহুশতাব্দির পরীক্ষিত নিয়ম বল পূর্ব্বক

বৃথা ভঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি? (৩) যাঁহাদের শরীর শুদ্ধ নহে তাঁহাদিগের পক্ষে শরীর সংশোধনের জন্য প্রথম প্রথম কিছুদিন প্রত্যহ দুইবার প্রাণায়াম অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি করা আবশ্যক। অন্যত্র যেযে স্থলে শরীর সুস্থ আছে তাঁ-হাদের তাহা আবশ্যক নাই। (৪) স্ত্রীলোক ও পুরুষ স্বতন্ত্র গৃহে সাধন করা আবশ্যক। তবে যেখানে সেরূপ সুবিধা নাই তথায় অতি সতর্ক হওয়া উচিত যেন পরস্পর স্পর্শ না হয়। ইহা ঋষি ও পরমহংসদিগের অতি আদরের পবিত্র সাধন। কোনরূপে ইহার মধ্যে অপবিত্রতার লেশ মাত্র না প্রবেশ করে। যতদিন সাধক পবিত্র স্বরূপে নিমগ্ন হ-ইয়া আপনার প্রবৃত্তি নিচয়কে সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আ-নিতে না পারেন, ততদিন চরিত্র স্খলনের কিঞ্চিমাত্র সম্ভা-বনার মধ্যেও তাঁহার থাকা বিধেয় নহে।

২১শ প্রঃ। বহুকাল তপস্যা করিয়া ঋষিরা যে ধন প্রাপ্ত হই-তেন এক্ষণে গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া আমরা কিরূপে তাহার আশা করিতে পারি।

উঃ। যদি আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যোগ পথে চলিতে হইত তাহা হইলে যুগযুগান্তরেও হয়ত কোন গৃহস্থ সিদ্ধা-বস্থা লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে কয়েকজন সিদ্ধ মহাত্মা পৃথিবীর বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবনতি দেখিয়া কৃপা করিয়া তাহা দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারাই দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া উপযুক্ত ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তিদিগকে এই সাধন শিক্ষা দিতেছেন এবং আপনাদের দীর্ঘকাল লব্ধ বহুদর্শিতা বলে যথাসাধ্য

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্য করিতেছেন। যেমন যদি কেহ স্বীয় প্রযত্নে ও গবেষণা বলে আজ মহাত্মা ইউক্লিডের জ্যামিতির সত্য সমুহ পুনরায় নূতনরূপে আবিষ্কার করিতে চাহেন তবে সহস্র বৎসরেও পারেন কিনা সন্দেহ। অথচ এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষকের উপদেশানুসারে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতেছে; সেইরূপ সংসারের বিবিধ উৎপাৎ ও ব্যাঘাত সত্বেও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই কয়েক জন গৃহস্থ কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং অনেকেই হইবেন সন্দেহ নাই।

২২শ প্রঃ। অবতার বাদ কি? আপনাকে অবতার মনে করিবার সম্ভাবনা আছে কি না?

উঃ। কোন সৃষ্ট বস্তু জীব বা মনুষ্যকে বিশ্ব নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজাকরার নাম অবতার বাদ। উহা সত্যের বিরোধী এজন্য আমার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সঙ্গে উহার কোন সংস্রব নাই। পূর্ব্বোক্ত সাধনের নিয়মগুলি এককালে বিলুপ্ত না হইলে এসাধনের মধ্যে অবতার বাদ আসিতে পারে না।

২৩শ প্রঃ। গুরুবাদ কি? ইহাতে গুরুবাদের আশঙ্কা আছে-কিনা?

উঃ। অপূর্ণ মনুষ্যকে, তাহার উপদেশকে, অথবা তল্লিখিত শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করিয়া ইহাদের সম্মুখে নিজের বিবেককে, হীনও অবরোধ করার নাম গুরুবাদ। এই ভয়ানক মত আমাদের নিয়মের যার পর নাই বিপরীত। বিবেকই ঈশ্বরলাভের প্রকৃত পথ, এজন্য আপনার বিবেকই মানবের

সর্ব্বোপরি অনুসরণীয়। যেখানে কাহারও উপদেশ আমার বিবেকের বিরুদ্ধ হইলেও তাহা আমার অনুসরণীয় বলিয়া ধরা হয় সেখানেই গুরুবাদ আসে। ঈশ্বরের ও মানবাত্মার মধ্যে একটি তৃণ কনা পর্য্যন্ত ও যতক্ষণ ব্যবধান থাকিবে অর্থাৎ যতক্ষণ তদ্ব্যতীত কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা প্রণালীকে উপায় জ্ঞানে অবলম্বন করা হইবে ততক্ষণ এই সাধন পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং গুরুবাদ যোগের বিনাশক।

২৩শ প্র ঃ। আপনার নিকট যাহারা সাধন লইতেছেন তাঁহারা আপনার প্রতি যে অযথা ভক্তি প্রদর্শনকরেন, তাহা দূষণীয় কিনা?

উঃ। বিনীত হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সহিত পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন, শিক্ষক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা দিগকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করা ও তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ দ্বারা ভক্তি প্রদর্শনকরা আমাদের দেশের চিরন্তন রীতি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তদুপযোগী পাশ্চাত্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে অন্যান্য নির্দ্দোষ ও কল্যাণকর চিরাগত দেশীয় প্রথার ন্যায় এই সুন্দর রীতিটিও বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। (good morning,) কিম্বা (shake-hand) করা তৎপরিবর্ত্তে স্থান পাইতেছে, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দেশীয় রীতি নীতি সমস্তকে কুসংস্কার ও বর্জ্জনীয় মনে করা দূরে থাকুক যথা সম্ভব দেশীয় রীতি নীতিই অবলম্বন করিবেন। তন্মধ্যে যাহা কিছু অসত্য তাহা সর্ব্বতো ভাবে পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন। যে টুকু সত্য ও বিশুদ্ধ তাহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবেন। নতুবা ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম

হইতে পারিবেন না। আর যে অবস্থায় একজনের আত্মা অ-ন্যের নিকট অবনত মস্তকে পদ ধূলি গ্রহণে ব্যাকুল হয়, তাহা অতীব সুন্দর ও কল্যাণ কর বলিয়া মনে করি। এই-জন্য আমি ছোট বড় সকলেরই চরণে প্রণত হই এবং কেহ সেই ভাবে আমাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক উপকৃত হইবে বুঝিতে পারিলে তাহাকে বাধা দিই না। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রণাম বিশ্ব গুরুর প্রাপ্য বলিয়া প্রতি প্রণাম ক-রি ও 'জয় গুরু' 'জয় গুরু' এই শব্দ উচ্চারণ করি সু-তরাং দেখা গেল যে পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করা আমি অ-বৈধ মনে করি না। মুঙ্গেরে যখন কয়েক জন ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় কেশব চন্দ্রের পদধূলি লইয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাদের কার্য্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া ছিলাম, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম যে "তোমরা কি ভাবে কেশব বাবুর পদধূলি লই-তেছ ?" তাঁহারা উত্তর করিলেন "কেশববাবুকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিয়া।" এইরূপে বা অন্য কোনরূপে আ-মার প্রতি বা অন্য কাহারও প্রতি কোন লোকের অনুচিত ভক্তি প্রদর্শন যখনই লক্ষ্য করিব, তৎক্ষণাৎ ঘোর অধর্ম্ম বলিয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য ভয়ানক আপত্তি করিব।

২৫শ প্রঃ। ছোট২ বালক বালিকা ও অশিক্ষিত পুরুষ রমণী আপনার প্রদত্ত কঠিন সংস্কৃত নাম জপ করেন ইহা অন্ধ বিশ্বাস কি না ?

উঃ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সকলের পক্ষে একনাম ব্যবস্থা নহে। আরও, প্রত্যেক নামের অর্থ সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দেওয়া

হয়। কিন্তু না হইলেও ক্ষতি হয় না; কেন না ঈশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। যে শব্দই তাঁহাতে প্রয়োগ কর তাহাই তাঁহার নাম বাচক। ওঁ ইহার কোন অর্থই নাই, কিন্তু ঋষিরা এই সাঙ্কেতিক বীজের মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপ নিহিত রাখিয়াছেন দেখিতে পাই। "মা" এই শব্দের কোন অর্থই নাই অথচ শিশু "মা" বলিয়া ডাকিলেই যিনি আসেন, তাঁহাকেই অবশেষে মা বলিয়া চিনিয়া লয়। ঈশ্বরেরও তদ্রূপ কোন নাম নাই আবার সকলই তাঁহার নাম। তুমি হরি, কৃষ্ণ, কালী যে নামে ইচ্ছা, এমন কি হুঁক, কল্কে, ঢেঁকি বলিয়া ডাকিলেও সময়ে উত্তর পাইবে এবং প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। তখন আর তোমার নামের আবশ্যকতা থাকিবেনা। এইজন্য ধাতু প্রত্যয় গত অর্থ বুঝিবা না বুঝি, ঐ শব্দে যদি আমার উপাস্য দেবতাকেই লক্ষ্য করিয়া করিয়া স্মরণ করি তাহা হইলেই হইল, নতুবা ঈশ্বর বলিলে বড় রাজা বুঝাইতে পারে, হরি বলিতে সিংহ বানর প্রভৃতি অনেক জন্তু বুঝাইতে পারে। আগে নাম পরে বস্তু নহে, বরং আগে বস্তু পরে নাম করণ। এই জন্য আমাদের সাধন নাম সাধন নহে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা সেই আসল ব্রহ্ম বস্তুর সাধন।

২৬শ প্রঃ। শুনিয়াছি আপনারা রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা কালী প্রভৃতির সঙ্গীত করেন। তাহা উচিত কি না?

উঃ। এই জাতীয় সঙ্গীত করার কোন নিয়ম নাই। সাধনের সহিত ইহার কোন সংস্রবইনাই। তবে রাধাকৃষ্ণের যে আধ্যাত্মিক ভাব তাহাকে আস্তি যোগ এবং ধর্ম্ম পথের উপযোগী

অতি মহৎ ও উচ্চ ভাববলিয়া জানি। রাধা উপাসক, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর। এই ভাবে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে এজন্য আমি স্বয়ং এই ভাব সাধন করিয়া থাকি। এবং যাঁহারা এই ভাব চিন্তনেও সাধনে উপকার পান, তাঁহাদের সহিত একত্রে রাধাকৃষ্ণের, অর্থাৎ সাধক সাধ্যের প্রেমযোগ সম্বন্ধীয় সঙ্গীত করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে, যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহাদের মধ্যে, অথবা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সময় বক্তৃতা উপাসনাদিতে, রাধাকৃষ্ণের নাম কখন ব্যবহার করি নাই, এবং যতদিন রাধাকৃষ্ণের ঐ-তিহাসিক লজ্জাকর ভাব দূর হইয়া উহার সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত না হয়, ততদিন ঐরূপ কার্য্য উচিত বলিয়া বিবেচনা করি না। কালী দুর্গা প্রভৃতির নাম সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বেই অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাণে ভগবানের যে নাম যখন তৃপ্তিদের তখন সেই নামই করা উচিত। কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার স্থলে সেরূপ করা উচিত নহে। যতদিন কোন নামে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পরিমিত বস্তু ব্যক্তি বা মূর্ত্তি সাধারণের বোধগম্য থাকিবে ততদিন সেরূপ করিলে সত্য প্রচারের হানি হইতে পারে। তবে যতক্ষণ বস্তুর সীমা আছে ততক্ষণ নামের বিভিন্নতায় কিছু আসে যায় না। হিন্দুদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে দুর্গা কালী প্রভৃতি দেব দেবীর প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াতে বিশেষ উ-পকার দর্শে। রাম প্রসাদ প্রভৃতি প্রকৃত সাধকগণ কালী দুর্গা নামে পরব্রহ্মকেই সাধন করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গীতে

তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন প্রকারে ঐ সকল দেব দেবীর মূর্ত্তি বা রূপের প্রশংসা করিয়া পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। নাম ও মূর্ত্তি বিভিন্ন ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন। অথচ সকলকে স্পষ্ট বুঝান আবশ্যক যে, ঈশ্বরকে যে নামে ইচ্ছা ডাকিলেই পাওয়া যায় মূর্ত্তিতে পাওয়া অসম্ভব। কেন না মূর্ত্তি অসত্য নাম সত্য।

২৭শ প্রঃ। এই সাধন দিবার অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ কিনা?

উঃ। এরূপ কখনই সম্ভবে না। ভগবানের সত্যধর্ম্ম যিনি যে পরিমাণে প্রাণেলাভ করিবেন তাঁহার সেই পরিমাণে পরোপকার করিবার শক্তি জন্মে। কিন্তু অন্যের ধর্ম্ম চক্ষু খুলিয়া দিতে, অন্যের যোগ শক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে যে শক্তি আবশ্যক, সেই শক্তি যিনি লাভ করেননাই তিনি কখন ও এই সাধনে অপরকে দীক্ষিত করিতে অধিকারী নহেন। যোগ পথের চারিটি অবস্থা বর্ণিত আছে।—(১) প্রবর্ত্তক, (২) সাধক, (৩)যুঞ্জন সিদ্ধ, (৪) যুক্ত সিদ্ধ। প্রবর্ত্তক অবস্থার মধ্যে ধর্ম্মের প্রাথমিক কয়েকটী ভাব মাত্র উন্মেষিত হয়; যথাঃ— দীনতা, বৈরাগ্য, প্রেম, পবিত্রতা, তৎপরে সাধক অবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব অল্প২ প্রকাশ হইতে থাকে এবং এই অবস্থার শেষভাগে সুস্পষ্ট ব্রহ্ম-দর্শন লাভ হয়। তাহার পর যুঞ্জন-যোগীদিগের অবস্থা। তাঁহারা প্রায়ই ঈশ্বর সহবাসে থাকেন ও বিবিধ সত্য লাভে জীবন কৃতার্থ করেন। কিন্তু মধ্যে২ ইঁহাদেরও বিচ্ছেদ হয়। সেই সময় অত্যন্ত

ক্লেশে থাকেন। ইঁহাদেরও মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্ত্তে পাপ প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতে পারে। অথশেষে ঈশ্বর কৃপায় যাঁহারা অবিচ্ছিন্ন যোগের অবস্থায় থাকিয়া সেই পূর্ণ পরমেশ্বরে প্রতিনিয়ত অবস্থিতি ও বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে যুক্তযোগী কহে। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। যোগ শিক্ষা করিতে হইলে এইরূপ কোন সিদ্ধ যোগীর নিকটই দীক্ষালাভ করা উচিত। কিন্তু যে সকল যোগীর সহিত কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ যোগ আছে তাঁহাদিগকে যদি ঐ মহাত্মারা অপরের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা দিয়া দীক্ষিত করিতে আদেশ করেন তাহাহইলেও সেইরূপ ফল লাভ করা যায়। নতুবা যার তার কাছে দীক্ষিত হওয়া যৎপরোনাস্তি অকর্ত্তব্য। যে অন্ধ সে অপরকে পথ দেখাইবে কি ? যে একশত টাকার অধিকারী সে দান-ছত্র খুলিলে চলিবে কেন ? যাঁহার শক্তি অনন্তশক্তিমান পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়াছে তিনিই শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ লাভ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও যোগ-দীক্ষা দিবার অধিকার নাই। এইরূপ হীনাবস্থার লোকের নিকট দীক্ষা লওয়াতেই আমাদের দেশে গুরুবাদের ভয়াবহ অত্যাচার ঘৃণিত পাশবাচার সমূহ প্রচারিত হইয়াছে।

২৮শ প্রঃ। এই পথ ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ কি নাই ?

উঃ। এমন ভয়ানক কথা আমি বলিতে পারি না। ইহাতেই যত দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে পাইবার সাধন ও উপায়। যে কেহ সরলভাবে সত্য স্বরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিবে

ও মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিবে, সেই মুক্তি লাভ করিবে। তাহার ধর্ম্ম লাভের জন্য যে উপায় শ্রেয়ঃ তাহা তিনিই, তাহার সম্মুখে আনিয়া দিবেন। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলা আবশ্যক। এমন কি আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর পাপী তাপী যাবতীয় নর নারীই মুক্তির অধিকারী। ইহলোকে যদি না হয় পরলোকে অনন্ত কালে প্রত্যেক মানবাত্মা পূর্ণতার দিকে চলিবেই চলিবে। ইহলোকেও পাপ প্রভৃতি সমস্তই তাহার আত্মার মধ্যে চরমে মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছুই প্রসব করে না।

২৯শ প্রঃ। যোগপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভাব-প্রিয় ও কার্য্য-বিমুখ একথা সত্য কিনা?

উঃ। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারেনা। যোগীদের সংবাদ পত্র নাই, বক্তৃতা নাই, বাহ্য কোন চিহ্নদ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়না, তাঁহারা প্রায়ই গোপনে, নির্জ্জন কাননে বা গিরিকন্দরে বাস করেন, যখন লোকালয়ে আসেন তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের সহিত দুচারিটা কথা বলিয়া চলিয়া যান, এই সকল কারণে যদি কেহ মনে করেন যে তাঁহারা অলস-প্রকৃতি, ধ্যান-পরায়ণ, সংসার-বিমুখ ভিক্ষুক মাত্র, তাহা হইলে তাঁহার ঘোরতর অপরাধ হয় মনে করি। যদি একটী সপ্তাহ কোন প্রকৃত যোগীর সহবাসে কাটান যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে তাঁহারা কিরূপ পরোপকারী, সংসারের কল্যাণের জন্য কত চিন্তা করেন ও কিরূপ ভয়ানক ত্যাগ স্বীকার

করিয়া জন-সমাজের দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান এবং কেমন অদ্ভুত নিয়ম বশে ঈশ্বরের কৃপায় ও নিজেদের শক্তি বলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হন। যাঁহারা জীবনে কখন ও কোন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখন কোন মহাত্মার সঙ্গ লাভে জীবন সার্থক করেন নাই, কেবল কতকগুলা ভণ্ড অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী-মাত্র দেখিয়া যোগি-দর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা যোগী-চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য কি বুঝিবেন? তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলারই অধিকার নাই। যে দেশের ঋষিরা কবি, ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্য লেখক, ঋষিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা, ঋষিরা জ্যোতির্ব্বিদ, ঋষিরা গণিত শাস্ত্রের উদ্ভাবক, ঋষিরা দৈহিক যন্ত্র-বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঋষিরা ব্যবস্থাপক ও রাজ-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক, যে দেশের ঋষিরাই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় বিষয়ের আদি, মধ্য ও অন্ত—সেই দেশে যে আজ যোগ, তপস্যা ও আলস্য এক কথা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও দুঃখ জনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যে দেশে জনক, যাজ্ঞবল্ক, বশিষ্ঠ—প্রভৃতি মহাযোগীগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসার ও ধর্ম্ম যে একই বস্তু এই মহাসত্যের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশের তাপসাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাজের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্য আপন আপন সুখ-স্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করিয়া

গিয়াছেন, অদ্যাপিও যে দেশের আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক পাশবাচার দূর করিবার জন্য কত কত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অরণ্যের বা পর্ব্বত গুহার নির্জ্জন সাধন পরিত্যাগ করিয়', অনাহার, অনিদ্রা, প্রভৃতি শত সহস্র ক্লেশ উপেক্ষা করতঃ দূর দুরান্তর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবং বিধিমতে ধর্ম্ম-পিপাসু জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে প্রেম, পবিত্রতা ও সত্যধর্ম্মের জ্যোতি সমুদিত করিয়া, জলকষ্টেপীড়িত লোকদিগের ক্লেশ বিদূরিত করিয়া, অন্নকষ্টে মৃত প্রায় সহস্র সহস্র দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্ত সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া, এবং রুগ্নকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান ও হতাশকে আশা দিয়া প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে পুনরায় সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত-পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন; হায়! সেই দেশের লোক হইয়া চক্ষু থাকিতেও আমরা অন্ধের ন্যায় চীৎকার করিতেছি যোগে আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা আনিয়া দেয়!! লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা। যাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্য্যশালিত্ব, যাঁহাদের মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের কিছুমাত্র আভাস পাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে স্তব্ধ, যাঁহাদের দুই চারিটা কথার প্রতিধ্বনি এমার্সন-কারলাইল-প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগীগণের নিকটে পাইয়া ঊণবিংশ শতাব্দি তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে এবং যে মহাত্মাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিশুখ্রীষ্ট এবং মহম্মদ এই দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর অধিকাংশ মানব মণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন,

—তাহাদেরই সন্তান হইয়া আজ যে আমরা ইংরাজদিগের যৌবন-সুলভ চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি ও যোগকে আলস্য মনে করিতেছি ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে ?

বস্তুতঃ যোগে আলস্য আনেনা ; বরং ঠিক তার বিপরীত। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম এই তিনের এক কালীন সমঞ্জসীভূত উন্নতিই যোগের ফল। পরমেশ্বর রসস্বরূপ ; রস যেমন উদ্ভিদের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক কালে তাহার মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পত্র সর্ব্বত্র সমভাবে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করে, মানবাত্মায় পরমাত্মার আবির্ভাব হইলেও সেইরূপ তাহার সমস্ত ভাব একসঙ্গে সমভাবে বর্দ্ধিতহইতে থাকে। আংশিক উন্নতি ইহার বিরুদ্ধ। তিনি পূর্ণ; সেই পূর্ণ আদর্শ প্রাণে অবতীর্ণ হইলে অপূর্ণতা কি সঙ্কীর্ণতা তথায় স্থান পায় না। প্রকৃত উন্নতি লাভ করিলে কার্য্য করিতেই হইবে। তবে কার্য্য সকলের একরূপ কখনইহইতে পারে না। সকলেই প্রচার কি বক্তৃতা বা সংবাদ পত্র প্রকাশ ও পুস্তক প্রণয়ন করিবে, নতুবা তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল বলিবনা ইহা অজ্ঞের কথা। সকলকেই ধর্ম্ম পরায়ণ যোগী হওয়াচাই, অথচ সংসারিক নানা কর্ম্মে বিভক্ত হইতে হইবে। বক্তৃতা করা কাহারও কার্য্য, পুস্তক লেখা অপরের কার্য্য, কেহবা কৃষিকার্য্য করিবে, কেহ বিচারপতিহইবে ; কাহাকে জমিদারী দেখিতে হইবে কাহাকেও স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে ; আর কেহ কেহবা কেবল নির্জ্জনে বসিয়া সাধন করিবেন ও অপর সকলকে আপনার ধর্ম্ম জীবনের

অমূল্য সত্য সমূহ বিরলে শিক্ষা দিবেন। সুতরাং দেখা গেল যে যোগ, সকলের সাধারণ ভিত্তিভূমি। তাহার উপর সত্তায় মানহইয়া যাঁহার যেরূপ সুবিধা তিনি সেইরূপ উপায়ে মানব জাতির কল্যাণের জন্য জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

৩০শ প্রঃ। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই যোগ সাধন লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে সে সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উঃ। তাহা আমি খুব ভাল মনে করি। আমি নিশ্চিত জানি যে এই আন্দোলনের মূলে অতি উচ্চ ভাব বর্ত্তমান আছে, এবং ইহার ফলে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ ও দেশের সাধারণ লোকের মঙ্গলই হইবে। যেমন ব্রাহ্ম সমাজ শৈশব অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে একএক পদ অগ্রসর হইয়া এপর্য্যন্ত অনেক অমূল্য সত্য লাভ করিয়াছেন,এই সাধনও সেইরূপ ভগবানের প্রেরিত একটি মহামূল্য সত্য—রত্ন, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নূতন একটি ভূষণ, এবং ব্রাহ্মসমাজের ও সকল লোকের সাধারণ সম্পত্তি। তথাপি যেমন অন্যান্য সত্য লাভের সময় ব্রাহ্ম-সমাজ ঘোরতর আন্দোলন করিয়া তবে নূতন সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছেন এবারেও যদি সেইরূপ আন্দোলন না উঠিত তবে ব্রাহ্মসমাজের জীবনীশক্তির হানি হইয়াছে বিবেচনা করিতাম। উন্নতিশীলতা প্রকৃতির নিয়ম বটে, কিন্তু স্থিতি শীলতাও স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত উপকারী। কোন নূতন সত্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যে সমাজে তুমুল কোলাহল না উঠে, অবিচারিত-চিত্তে যাহার লোক সকল উহার অনু-সরণ করে, স্থিতিশীল বৃদ্ধদের ন্যায় পুরাতন ও প্রচলিত সত্য সমূহের প্রতি যথেষ্ট আদর দেখাইয়া যদি নূতনের অযথা

সমস্ত ব্যাপার তন্নং করিয়া অনুসন্ধান না করিয়াই উহা অব-লম্বন করে তাহা হইলে বস্তুতঃই ঐ সমাজের স্বাস্থ্যের বা জীবনী শক্তির হীনতাই সপ্রমাণ হয়। এই জন্য যে নূতন সাধন করুণাময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর এক্ষণে সুসময় বুঝিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের ও দেশের সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য পাঠাইতে-ছেন তৎ সম্বন্ধে সকলের এইরূপ সতর্কতা দেখিয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি।

কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, মনুষ্য তখনই স্থিতিশীলতার ঘোর পক্ষপাতী হয় যখন তাহার আদর্শ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। আমার আশঙ্কা হয় যে ব্রাহ্মসমাজের পাছে এইরূপ ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা সংসারের খাতিরে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিতে চান তাঁহারাই ধর্ম্ম ও সংসার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া প্রচার করেন এবং সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হয়না বলেন। ব্রাহ্ম সমাজেরও আদর্শ যদি সঙ্কীর্ণ হইয়া না পড়ে, তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও যোগ স্বতন্ত্র। আমি যত টুকু বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে, যত প্রকারে সম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াও ইহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাব বা মত বা কার্য্য বিন্দুমাত্রও পাই নাই। তথাপি তাঁহাদের সকলেরই স্বাধীন ভাবে তৎসমুদায় পরীক্ষা করিবার অধিকার আছে। এজন্য সকলের সম্মুখে আমার সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম। ইহার পরেও যদি আমার মতে কেহ কোন দোষ দেখেন অবনত মস্তকে তাহা সংশোধন করিব। আর যদি ইহাকে বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা সঙ্গত দেখিয়াও ব্রাহ্ম সমাজ গ্রহণ

করিতে সঙ্কুচিত হন তবে জানিব যে বর্ত্তমান স্থিতিশীল বৃদ্ধদিগের ন্যায় তাঁহারাও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনন্ত আদর্শ হারাইয়াছেন। কিন্তু বিশ্বাস করি ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধান এজন্য এরূপ দুঃখের ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিনা। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সত্যের জয় হউক। আমি কীটাণুকীট তাঁহার দাস, আমি আর কিছু জানিনা।

৩১শ প্রঃ। আপনি যোগের যে সকল নিগূঢ় কথা এস্থলে প্রকাশ করিলেন তদ্দ্বারা জন সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে কিনা?

উঃ। ধর্ম্ম, মানব জাতির সাধারণ-সম্পত্তি। ইহার মধ্যে গোপনীয় কিছু থাকিতে পারে আমি মনে করিনা। তবে যেস্থলে যে কথা বলিলে লোকের অপকার হইবার সম্ভাবনা সেস্থলে সে কথা বলা উচিতনহে। এই জন্য যোগতত্ত্ব চিরকাল গোপন হইয়া আসিয়াছে। আমার এই পুস্তিকায় কেহ যোগের ভিতরকার কথা কিছু পাইবেন না। বাহিরের কথাই বুঝাইয়াছি, এবং ভিতরকার যতটুকু বলিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে না বরং তৎসম্বন্ধে সকলের যে নানাবিধ ভ্রম ও আশঙ্কা আছে তাহা দূর হইবার সম্ভাবনা, তত টুকুই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যোগ সাধন সমস্তই প্রত্যক্ষ বিষয়, এখানে মতামত বা প্রণালী কিছুই নাই। এজন্য ইহার কিছুই ভাবিয়া প্রকাশ করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না। সৎগুরুর কৃপাদৃষ্টি হইলে ঈশ্বরের করুণায় যাঁহার অন্তরে এই সাধন খুলিয়া যায় তিনিই বুঝেন ইহা কি বস্তু। নতুবা নিজে নিজে

প্রাণায়াম প্রভৃতি বাহিরের প্রক্রিয়া যাঁহারা করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি যে ঐরূপ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। শত২ লোক ঐরূপ করিতে গিয়া কুষ্ঠ, হার্ণিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্ম লাভের জন্য ব্যাকুল তাঁহারা যেন অতি ব্যস্ত না হন। ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া তাঁহার নিকট নিয়ত প্রার্থনা এবং শাস্ত্রানুসারে সুপথ অন্বেষণ করুন সময় হইলে তিনি আপনিই সমস্ত আয়োজন করিয়া দিবেন।

———***———

সম্পূর্ণ।